গাংনীতে সাংবাদিকদের মানহানির অভিযোগ, থানায় অভিযোগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সাংবাদিকদের নামে ‘চাঁদাবাজি’ সংক্রান্ত মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও প্রকাশের অভিযোগে দুইটি ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন সাংবাদিক মোঃ তোফায়েল হোসেন, সদস্য মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব ও গাংনী সংবাদ ফেসবুক পেজের সম্পাদক।

অভিযোগে গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাব, গাংনী প্রেস ক্লাব, গাংনী রিপোর্টার্স ক্লাব এবং মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের আরও কয়েকজন সাংবাদিকের স্বাক্ষর রয়েছে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গত ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে কারাবন্দি রওশন মেলেটারির মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্বে মানববন্ধনের সংবাদ সংগ্রহ শেষে দুপুরের খাবারের জন্য গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম কিছু অর্থ সহায়তা দেন ।

এসময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি গোপনে ভিডিও ধারণ করে তা ফেসবুক পেজ “Shahidul Islam” ও “Gangnir Chokh (গাংনীর চোখ)”-এ প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ওই দুই পেজ থেকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ‘চাঁদাবাজির টাকা ভাগাভাগি’ শিরোনামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও পোস্ট করা হয়।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ভিডিওগুলো প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকদের পেশাগত, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যার ফলে মানহানি ও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে।

এছাড়া অভিযুক্ত পেজগুলোর বিরুদ্ধে এবং ভিডিও কোথায় থেকে ধারণ করা হয়েছে, সরেজমিনে তদন্ত করে ধারণকারীর পরিচয় উদঘাটনপূর্বক

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জানান, লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে তালাবদ্ধ ঘরে কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভিতর থেকে বিপ্লব হোসেন নামের এক কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিপ্লব হোসেন বগুরা জেলার আশিরবাটি গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে কারখানার তালা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার অপর দুই সহযোগী বগুড়ার ফুলবাড়ি গ্রামের আজাদুলের ছেলে মাসুদ ও নয়ন মিয়ার ছেলে নাহিদ পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি কারখানার মধ্যে মরদেহটি রয়েছে। বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকায় এখনো মরদেহটি উদ্ধার করা যায়নি। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। সিআইডির টিম আসলে ঘরের তালাভেঙ্গে উদ্ধার করা হবে।

ওসি (তদন্ত) মামুন আরো জানান, বিপ্লব হোসেন ও তার অপর দুই সহযোগী ফতাইপুর গ্রামের রিকাত আলীর এই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে কাঠের ফার্নিচার বানিয়ে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করতেন। গত শনিবার নাদিম হোসেন বিপ্লব হোসেনের তিনটি ফার্নিচার মেশিন ও নগদ সাত হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। পরে মাসুদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেই বিপ্লব। মাসুদের সহযোগী নাহিদকে খুঁজে আনাররজন্য চাপ দেন। তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ রয়েছে ওই দুই কর্মচারী।

মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনজুর আহমেদ গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীতে ধানের শীষের কর্মীসভায় নেতকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে ধানের শীষের পক্ষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সাহারবাটি ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া ফুটবল মাঠে এ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে গ্রাম পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মীদের সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে আয়োজিত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লা, মেহেরপুর জেলার কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজ উদ্দিন, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, গাংনী উপজেলা জাসাসের সদস্য সচিব সুরেলি আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, সহ-সভাপতি রেজানুল ইমন, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বকুল সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা হাজারো নেতাকর্মী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহজ হবে না। সেজন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ধর্মব্যবসায়ী একটি দল থেকেও সাবধান হতে হবে যাতে কেউ ভোটের বিনিময়ে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করতে না পারে।

গাংনীতে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুব সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র্যালি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপি ও পৌর শাখার উদ্যোগে যুব সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজন করা হয়।

গতকাল সোমবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে একটি র্যালি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে আয়োজিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন সহ হাজারো নেতাকর্মী।

র্যালি শেষে যুব সমাবেশে বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদলের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। রয়েছে সোনালী অতীত। ক্রান্তি লগ্নে এই যুবদলের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বারবার হাল ফিরে পেয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধনের লড়াইয়ে যুবদল শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

গাংনী পৌর বিএনপি’র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর বিএনপি’র ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড শাখার কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গাংনী পৌর শহরের টেপিপড়া ডিজিটাল স্কেলের সামনে উক্ত কর্মী সভার আয়োজন করে গাংনী পৌর বিএনপি।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাবেক কাউন্সিলর নাসির উদ্দিন।

গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু। গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন সহ অসংখ্য নেতাকর্মী।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গাংনী থেকে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনকে গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে। সেজন্য আমরা তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছি। তবে শেষ পর্যন্ত যদি ধানের শীষের মনোনয়ন অন্য কেউ নিয়ে আসতে পারে আমরা তার পক্ষেই কাজ করবো। ধানের শীষ যার, আমরা বিএনপি নেতাকর্মী সবাই তার।

তৃতীয় লিঙ্গের ৮ সদস্যসহ ১২০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকটে শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি ও আসাম রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হন এবং পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে

সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

মুজিবনগরে ২৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় তাদের হস্তান্তর করা হয়। ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের ১০৫ পিলার কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী,১ জন শিশু রয়েছেন।

তারা জেলা- যশোর বেনাপোলের ঢালিপাদা গ্রামে একামুল গাইন এর ছেলে মিরাজ একরামুল গাইন(১৯), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ওসমান আলী মন্ডলের স্ত্রী আমিনা খাতুন (৩৩), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ইউনুস মোড়লের মেয়ে নার্গিস খাতুন, (৩০) যশোর শার্শা এর সেটাই গ্রামের লালন শেখের স্ত্রী রুনা খাতুন (৩০), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের রহমত মোল্লার মেয়ে সালমা খাতুন (৩৩),ৎঝিনাইদা সদর উপজেলার উলাকল গ্রামের জাহারুল গাজীর মেয়ে সুপ্রিয়া খাতুন (২৮), ঝিনাইদহ মহেশপুরের গোয়াগারি গ্রামের আব্দুল বারেকের মেয়ে জমিলা খাতুন (৩৭), যশোর বাঘারপাড়ার দুরাঝাপ গ্রামের আকরাম সুখের মেয়ে জ্যোৎস্না (৩৫), নড়াই কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল শেখের ছেলে আকরাম (২২), যশোর ঝীগরগাছা গ্রামের মশিয়ার রহমান এর ছেলে তুহিন (৩৯), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের লিয়াকত খানের ছেলে সুলতান (২০), যশোর

শার্শা এর অগ্রভুলাট গ্রামের শাহজাহান এর মেয়ে পায়েল (৩৩), কুমিল্লা বারুয়ার কাকের তলা গ্রামের আব্দুল শেখের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪৩), নড়াইল কালিয়ার বাঁধানল গ্রামের মসিব শেখের স্ত্রী রোকসানা (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের মুসলিম সরদারের মেয়ে মমতাজ (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের মেয়ে রেহেনা (২৪), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের ছেলে উজ্জল (৪৫), নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের সবুর মোল্লার ছেলে জসিম (৩৪), জসিমের স্ত্রী মোরশেদা খাতুন (২৩) নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা (৩১), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আকাশ গাজীর ছেলে শেকু গাজী (৪০), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গাজীর স্ত্রী আসমা খাতুন (৫১), যশোর অভয়নগরের রানাগাতী গ্রামের ইমান আলীর ছেলে বাকি বিল্লাহ (২৪), মৌলভীবাজার সদরের দক্ষিণ সাগর গ্রামের সোনা মিয়ার সুমাইয়া খাতুন (২৫), ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলীর নুসরাত জাহান (২৫), চট্টগ্রাম আটহাজারী আব্দুল করিম সওদাগরের ছেলে নুরুল আলম (৩৬), নড়াইল কালিয়ার পেরুলী গ্রামের কাউসার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩৬), ঢাকা মোহাম্মদপুর সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে জান্নাতুল(৪১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমন্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা বাংলাদেশী ২৯ জনকে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় সনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দর্শনায় ৩১ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল

হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

গাংনীতে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে

এ হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি ও আসাম রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হন এবং পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল।পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে, আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীর রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদে ভাঙচুর ও লুটপাট, প্যানেল চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত

মেহেরপুরের গাংনীর রায়পুর ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২৩

অক্টোবর) দুপুরে মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তারের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত ভাঙচুর চালিয়ে ৩৬ বস্তা চাল লুট করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে তাৎক্ষণিক মানববন্ধন করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের অনুসারীরা।

প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম জানান, তিনি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের গুদামে চাল রেখে ভিডব্লিউডির চাল বিতরণ করছিলেন। এসময় মহিলা সদস্য নারগিছ তার স্বামীসহ দুর্বৃত্তদের নিয়ে ইউপি কমপ্লেক্সে এসে হঠাৎ হামলা চালান। তারা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন এবং ৩৬ বস্তা চাল লুট করেন। এছাড়াও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন খাতা নিয়ে যান। এসময় তাদের হাতে লাঞ্ছিত হন তিনি।

সারগিদুল ইসলাম আরও বলেন, আমার ইউনিয়নের গোপালনগরে বালু উত্তোলন হচ্ছিল। ইউএনও সাহেবের নির্দেশে আমি সেখানে গিয়ে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে বলি। এজন্যই এই সন্ত্রাসীরা আমার ওপর চড়াও হয়ে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেছে।

সংবাদ পেয়ে প্যানেল চেয়ারম্যানের পক্ষের লোকজন উপস্থিত হয়ে মহিলা সদস্যের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, বাথানপাড়া গ্রামের রকিবুল ও হাড়িয়াদহ গ্রামের সাহাবুল। বক্তারা জানান, নারগিছ সদস্য ও তার লোকজন অনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং ইউপির ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন। তিনি তার লোকজনসহ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে চাল লুট ও ভাঙচুর করেছেন। এর সুষ্ঠু বিচার না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলেও জানান বক্তারা।

এদিকে ঘটনাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তার। তিনি জানান, তার ওয়ার্ডের কয়েকজনের চালের কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাদের চাল দেওয়া হয়নি। এ বিষয়টি জানতে সেখানে যান তারা। এসময় সারগিদুল ও তার লোকজন তাদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নেয়। প্রাণ বাঁচাতে ইউপি কমপ্লেক্স থেকে পালিয়ে আসেন তারা।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল জানান, ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুরের

সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধারের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। আমি বিস্তারিত শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্যানেল চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে।

গাংনীতে ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-১, আহত-৩

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দী নামক স্থানে ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শুকুরকান্দীর গ্যাসপাম্পের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ার আরিফুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩৫)। আহতরা হলেন- বাদিয়াপাড়া গ্রামের মফিজুল হকের স্ত্রী নোজিয়ারা খাতুন(৪০), একই গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে নিরব(১২), মহাব্বতপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সিএনজি চালক হযরত আলী (৩২)।

সুমির ভাবি নোজিয়ারা খাতুন জানান, আমি অসুস্থ তাই আমাকে কুষ্টিয়ার ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো। কুষ্টিয়াগামী একটি ট্রাক দ্রুত গতিতে এসে আমাদের সিএনজিকে ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজিতে থাকা তিনজন যাত্রী ও সিএনজি চালক গুরুতর আহত হন।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সহকারী স্টেশন ইনচার্জ নাসির উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় সুমি খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে নিয়ে আসি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারুক হোসেন জানান, সুমি খাতুনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কুষ্টিয়া নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা সুমি খাতুন কে মৃত ঘোষণা করে। সেখান থেকে তার লাশ এখন বাড়ি ফেরার প্রক্রিয়া চলছে।

রাত দশটার দিকে নিহতের বাড়ি বাদিয়াপাড়া গ্রামে গিয়ে দেখা যায় স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে আশপাশের পরিবেশ। সকলেই লাশ ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে।

গাংনীতে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করায় দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার অপরাধে গাংনী বড় বাজারের চাউল ব্যবসায়ী কাবরান আলী ও সালাউদ্দিন নামের দুই ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী বড় বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন।

অভিযানে নেতৃত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন জানান পাট জাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিত করতে গাংনী বড় বাজার এলাকার একাধিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে পাট জাত মোড়কের ব্যবহার না থাকায় দুই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিককে ম্যান্ডেটরি জুট প্যাকেজিং অ্যাক্ট- ২০১০

এর ৪ ও ১৪ ধারা অনুযায়ী কাবরান ট্রেডার্সে ৫ হাজার টাকা ও সরফ এন্টারপ্রাইজে ৩ হাজার টাকা সর্বমোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা আ.কা.ম হারুন অর রশিদ সহ গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান প্রশাসনের ওই কর্মকর্তা